৩।

ক) হাসি

খ) জ্বলন্ত

গ) জন্ম

ঘ) আজ

ঙ) পুত্র

৪।

ক) যমুনার

খ) বারুদ, টোপর

গ) চুল্লীতে, আগুন

ঘ) বেঁচেই, আনন্দ

ঙ) খাঁচাতে, ভাত, মন

চ) ভাত, হায়, দিয়ে

ছ) নিভন্ত,তবে

জ) হাড়ের, শিখার, আনন্দে

ঝ) রুই, ফন্দী, আশায়, মন

ঞ) টর্গী, থাবা, হামলায়

ট) ধমনীতে, কান্নায়, উষ্ণ, মেয়ে

৫।

ক) বারুদ

খ) রণ

গ) আগুন

ঘ) হাতিয়ার

ঙ) ধার চকচকে থাবা

চ) অস্ত্র

ছ) হামলা

জ) মৃত্যু

ঝ) রক্ত
ঞ) হাতিয়ার

৬।
ক) শোণিত, রুধির, রাঙা,
খ) মেয়ে, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, আত্মজা
গ) জননী, মাতা, প্রসূতি, জন্মদাত্রী
ঘ) জনক, জন্মদাতা, বাপ, পিতা
ঙ) বহিন, ভগ্নী, ভগিনী, সহোদরা
চ) ঊর্মি, তরঙ্গ, কল্লোল, হিল্লোল
ছ) বহ্নি, অনল, অগ্নি, দহন, পাবক
জ) চুলা, উনুন, আখা, উনান

এভাবেই বেরিয়ে পড়েন কালান্তরের অমীমাংসিত আবর্তগুলির দিকে।"

সত্তরের নকশাল আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেইসময় রাষ্ট্রের দমনের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ কলম ধরেছিলেন। হৃৎকমল কবিতায় লিখলেন-
'চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
এই তো আমার
এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা।'
শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিমিরবরণ সিংহ। 'কবিতার মুহূর্তে'তে তিনি লিখেছেন, 'অনার্স ক্লাসে এসে ভর্তি হলো যখন, তরুণ লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল চোখ, নম্র আর লাজুক।... তারপর একবছর বিদেশে কাটাবার পর যখন ফিরে এসেছি আবার আটষট্টিতে, তিমিরের মুখের রেখায় অনেক বদল হয়ে গেছে ততদিনে। কেবল তিমিরের নয়, অনেক যুবকেরই তখন পালটে গেছে আদল, অনেকেরই মনে হচ্ছে নকশালবাড়ির পথ দেশের মুক্তির পথ, সে পথে মেতে উঠেছে অনেকের মতো তিমিরও।' একদিন বইয়ের একটি তালিকা নিয়ে তিমির শঙ্খ ঘোষের কাছে আসেন। সেইদিনের কথোপকথন 'কবিতার মুহূর্তে' তুলে ধরেছিলেন শঙ্খ ঘোষ- 'ফেরত পেতে দেরি হবে অনেক। এখন তো দেখা হবে না অনেকদিন'। 'অনেকদিন আর কোথায়? তোমাদের এম.এ. ক্লাস শুরু হতে খুব তো বেশি দেরি নেই আর।' অল্প খানিকক্ষণ নিচু-মুখে বসে রইল

তিমির, বলল তারপর : 'কিন্তু এম.এ. পড়ছি না আমি। পড়ে কোনো লাভ নেই। কোনো লাভ নেই এইসব পড়াশোনায়। আপনি কি মনে করেন, না-পড়লে কোনো ক্ষতি আছে?... গ্রামে চলে যাচ্ছি আমি। কোথায় থাকব, কবে ফিরব, কিছুই ঠিক নেই। বইগুলো সঙ্গে থাকলে একটু সুবিধা হবে আমার।' শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র তিমির ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। আর তারপর একদিন পুলিশের অত্যাচারে তিমির মারা যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন- ' আবার একদিন, কয়েকজন সহবন্দির সঙ্গে মিলিয়ে তাকে পিটিয়ে মারে পুলিশ—সে খবরও কানে এসে পৌঁছয়।' প্রিয় ছাত্রকে শঙ্খ ঘোষ কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতায় তিমির ফিরে ফিরে এসেছেন। তিনি লিখছেন, 'কুয়াশাভরা সন্ধ্যায় ময়দানের কাছে গাড়ি বাঁক নিতেই দ্রুত ফুটে উঠল কয়েকটা ছবি। এই সেই ময়দান, যেখানে ভোররাতে পুলিশের হাতে কত হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে অনায়াসে, পড়ে থেকেছে কত রক্তাক্ত শরীর। মনে পড়ল তিমিরকে। মনে পড়ল তাঁর মাকে, যাকে আমি দেখিইনি কখনো।' তিনি তিমিরকে নিয়ে কবিতা লিখলেন-

'ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।'
অসহ্য যন্ত্রণা থেকে কবি কখন মুক্তি পাননি, তরুণ ছাত্রের চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি। আবার বেশ কিছুদিন পরে তিনি লেখেন-

'ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ
চুরমার ফেটে যায় মেঘ,
দশভাগে দশটানে বিদ্যুৎ
তারপর সব চুপ
এই তোমার মুখ, তিমির
কিন্তু তারপর সব চুপ।'

'ন্যায় অন্যায় জানিনে' কবিতায় কবি বলছেন-
'তিন রাউন্ড গুলি খেয়ে তেইশ জন মরে যায়, লোকে এত বজ্জাত হয়েছে !
স্কুলের যে ছেলেগুলো চৌকাটেই ধ্বসে গেলো, অবশ্যই তারা ছিল
সমাজবিরোধী।
ও দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ধোয়া তুলসিপাতা

উল্টেও পারেনা খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়
আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু জানেনা বুলেটরা।
দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দ্যাখে মাঝে মাঝে।
পুলিশ কখনও কোনও অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।'
বারবার কবি রাষ্ট্রের অসামাজিক কর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এতক্ষণ আমরা যে কটা কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সব স্থানে রাষ্ট্রের দমন শাখা শায়েস্তা করেছে- যমুনাবতী, তিমির, নকশাল ও স্কুল ছাত্রদের।

কবি সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন অন্যত্রও। নারীদের অসম্মান দেখে তিনি সমাজকে জানিয়েছেন-
'ভয়াবহ শব্দধূমে ভরে গেছে পৌষের বাতাস
আর সেই অবসরে কোনও কোনও পিশাচ স্বাধীন
রাজপথ থেকে নারী তুলে নিয়ে চলে যায় ট্রাকে।'

এই লাইন গুলির মধ্যে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ সমাজ নারীদের কী চোখে দেখেন, সেটি তুলে ধরেছেন। স্বাধীন ভাবে মেয়েরা চলাফেরা করতে পারেন না, যখন তখন তাঁদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। নারীরা ধর্ষিতা হলে তাঁদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, সমাজের উচ্চস্থানের শিক্ষিত লোকেরা এরকম ভুল করেন, তাঁদের ব্যাঙ্গ করে কবি লিখেছিলেন- চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ! মেয়ের মায়ের দুঃখ এখানে দেখা গেছে। আট মাসের মেয়েকে একজন মা জলে ফেলে দিয়েছিলেন, কারন সেই মা প্রতি পদে পদে মেয়ে হয়ে জন্মানোর খেসারত দিয়েছেন, সেই একই ভুল যাতে মেয়ে না করে তাই তিনি এরকম হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবাহিত জীবনে চূড়ান্ত অসুখী সেই মা, তাই তিনি চাননি বিয়ে করে তিলে তিলে মেয়ে মারা যাক!

গৃহপালিত পশুদের মত অনেক মেয়েদেরকে তাঁদের মা-বাবা বিক্রি করে দেন। দরিদ্র পরিবার গুলোতে দু-বেলা খাবার জোটেনা, তাই মেয়েকে বিক্রি করে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন।
'কালযমুনা' কবিতায় একটি অসহায় মেয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে -
'বেচিস না মা বেচিস না
বেচিসনা আমায়
ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়

তুই আমাকে খা।”

সমাজের যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সব রকম ছলচাতুরী, নীচতা, ছদ্ম-সমাজভাবনা র বিরুদ্ধে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করে তিনি কবিতায় ব্যঙ্গ ও শ্লেষের প্রকাশ করেছেন। শব্দ এবং ব্যাঙ্গ্যার্থ পাঠককে একেবারে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ করেছে কিন্তু কখনোই তা অন্য মানুষকে নিকৃষ্ট প্রমাণ অথবা আঘাত করেনি। প্রথম থেকে তাঁর কবিতায়-দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা, নিয়মের জালে বন্দী সাধারণ মানুষদের যন্ত্রণার কথা ধরা পড়েছে। গভীর অনুভব নিয়ে তিনি বলেছিলেন- ‘তোমার দুঃখের পাশে বসে আছি এই ভোরবেলা।’ এই ভাবেই সকালের শুভ মুহূর্তে ঘুম ভাঙার পর অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY